যুগান্তর

19 OCT 2007

শিক্ষা খাতে অপচয়

নানা কারণে শিক্ষা খাতে অপচয় বৃদ্ধি পাইতেছে দিন দিন। উহার মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হইল এসএসসি, এইচএসসি, আলিম ও ফাজিল পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণদের শিক্ষা ব্যয়। সার্বিকভাবে পরীক্ষায় পাসের হার বাড়িলেও, ফেল করা ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাও নেহাত কম নহে। ২০০৭ সালে এইচএসসি পরীক্ষায় ৪ লক্ষ ৩১ হাজার ৮৩৫ জন, আলিমে ৫২ হাজার ৩৪ এবং এইচএসসি ভোকেশনালে ৪৯ হাজার ৫৩৪ জন অংশগ্রহণ করে। এই সকল শিক্ষার্থীর মধ্যে উচ্চ মাধ্যমিকে ১ লক্ষ ৫৪ হাজার ৩১২ জন, আলিমে ১৩ হাজার ৪১৬ এবং এইচএসসি ভোকেশনালে ১৫ হাজার ৬৭১ জনসহ পাস করিতে পারে নাই সর্বমোট ১ লক্ষ ৮৩ হাজার ৩৯৯ জন পরীক্ষার্থী। ব্যানবেইসের জরিপে দেখা যায়, সরকারি কলেজে প্রতি শিক্ষার্থীর পিছনে সরকারের বার্ষিক ব্যয় হইয়া থাকে ৫ হাজার ৫৫৬ টাকা। আর বেসরকারি কলেজে ৭ হাজার ৫০৩ টাকা। মাদ্রাসায় প্রতি ছাত্রের পিছনে সরকারি ব্যয় ৮ হাজার ৩৯৭ টাকা। বেসরকারি মাদ্রাসার প্রতি ছাত্রের পিছনে ব্যয় হইয়া থাকে ১ হাজার ১২৬ টাকা। এই খরচের মধ্যে রহিয়াছে শিক্ষকদের বেতন, নির্মাণ অবকাঠামো, রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি। সরকারের তরফ হইতে উপবৃত্তির টাকা, নানা উন্নয়নমূলক প্রকল্প এবং অনুদানও রহিয়াছে। গত বৎসরের জুলাই মাস হইতে বেসরকারি কলেজের শিক্ষকদের বেতনের শতভাগ প্রদান করিতেছে সরকার। গত অর্থবৎসরে সরকার বেতন বাবদ বেসরকারি কলেজগুলিতে ৬৪ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা এবং মাদ্রাসার জন্য ৭৬ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছে। অন্যদিকে ছাত্রছাত্রীদের বেতন, বইপত্র, খাতা-কলম, পরীক্ষার ফি, প্রাইভেট টিউটরিং, টিফিন ও দৈনন্দিন চাহিদা ইত্যাদি মিলাইয়া প্রত্যেক শিক্ষার্থীর পিছনে একজন অভিভাবকের গড় ব্যয় হইয়া থাকে দৈনিক ৬০ টাকা। প্রতি শিক্ষাবৎসরে মাথাপিছু একজন শিক্ষার্থীর জন্য ব্যয় হয় প্রায় ২২ হাজার টাকা। সেই হিসাবে অনুত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের জন্য প্রতি বৎসর খরচের পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ৩৩৮ কোটি টাকা। অভিভাবকদের ব্যয়ের পাশাপাশি গত বৎসর এইচএসসিতে ফেল করা ১ লক্ষ ৫৪ হাজার ৩১২ জনের পিছনে সরকারের দুই বৎসরে গড়ে ৬ হাজার টাকা করিয়া ব্যয় হইয়াছে প্রায় ১৮৫ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা। আর মাদ্রাসায় এই ব্যয় দাঁড়াইয়াছে ১৬ কোটি ১০ লক্ষ এবং কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে ১৯ কোটি টাকা। সব মিলাইয়া সরকার ও অভিভাবকদের খরচের পরিমাণ প্রায় ৫৫৮ কোটি টাকা।

শিক্ষাবিদদের মতে, প্রতি বৎসর অনুত্তীর্ণদের পিছনে সরকার ও অভিভাবকদের এই বিপুল পরিমাণ অর্থের অপচয় প্রকৃত পক্ষে একরকম 'জাতীয় ক্ষতি' এবং 'অপব্যয়'। সার্বিকভাবে আমাদের জাতীয় শিক্ষানীতি ও শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধানতম দুর্বলতা নিহিত রহিয়াছে এইখানেই। অপরিকল্পিত ও দিকনির্দেশনাহীন শিক্ষা ব্যবস্থার কারণে অনুত্তীর্ণরা তো বটেই, এমনকি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরাও তেমন কিছুই শিখিতে পারে না। কর্মজীবনেও তাহারা তেমন সাফল্যের স্বাক্ষর রাখিতে সক্ষম হয় না। ফলে নিরক্ষর বেকারের পাশাপাশি শিক্ষিত বেকারের সংখ্যাও দিন দিনই বাড়িতেছে। শিক্ষাক্ষেত্রে এবংবিধ ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া দেখা যায়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠদানের ক্ষেত্রে দুর্বলতার পাশাপাশি কাজ করিতেছে শিক্ষাদানে শিক্ষকদের অনীহাও। অধিকাংশ সরকারি-বেসরকারি কলেজ ও মাদ্রাসায় শিক্ষকরা সময়মতো আসেন না অথবা আসিলেও নিয়মিত ক্লাস নিতে গড়িমসি করেন। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, ছাত্র ধর্মঘট, হরতাল, অবরোধের পাশাপাশি কারণে-অকারণে ছুটিছাঁটা এবং ক্লাস ফাঁকি দিবার ঘটনা তো রহিয়াছেই। দক্ষ ও প্রশিক্ষিত শিক্ষকের অভাবও প্রকট। অনেক কলেজেই ইংরেজি ও গণিতের শিক্ষক পর্যন্ত নাই। মাত্র একজন শিক্ষক দিয়া একাধিক বিষয়ে পাঠদানের নজিরও রহিয়াছে। রাজধানী ও বৃহৎ নগরীর বাহিরের কলেজ ও মাদ্রাসার অবস্থা তো ততোধিক শোচনীয়। রাজনৈতিক দলবাজির কারণে যত্রতত্র ব্যাঙের ছাতার মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গজাইয়া উঠাও অন্যতম কারণ বৈকি। তদুপরি শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও অধিদফতরসহ প্রায় সর্বস্তরে বিরাজমান অদক্ষতা, অনিয়ম, অপচয়, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, দলীয়করণও কম দায়ী নহে। এখন কর্তব্য হইবে এই অবস্থা হইতে মুক্তির উপায় অন্বেষণ করা। জিপিএ-৫ প্রাপ্তি কিংবা পাসের হার বৃদ্ধি করিয়াই কেবল আত্মপ্রসাদ লাভ করিলেই চলিবে না; বরং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে যেন নিয়মিত ক্লাস অনুষ্ঠিত হইতে পারে এবং শিক্ষার্থীরা আগ্রহী হইয়া উঠে জ্ঞান আহরণে, সেই লক্ষ্যে উদ্যোগী হইতে হইবে সংশ্লিষ্ট সকল মহলকে। শিক্ষাঙ্গনগুলিকে রাখিতে হইবে যাবতীয় দলাদলি ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের আওতামুক্ত।